দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 NOV 1991 পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

38

শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পেনসন মঞ্জুরি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ মহা-নিয়ন্ত্রকের ৪-১-৮৭ তারিখের প্রশা-৭/অতি/খন্ড-১/৩৯১ নং সার্কুলার অনুযায়ী অবসরজনিত প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল, পি, আর) পাবলিক সার্ভেন্টস রিটায়ারমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর ৭ অনুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী এল, পি, আর, সময়কাল পেনসন নির্ণয়ে কোয়ালিফাইং সার্ভিসে গণ্য করার বিধান রয়েছে। উক্ত সার্কুলারে এই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সকল প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ অফিস ও উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসে অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও উহার ২৯-৩-৮৮ তারিখের শাখা-৪-২-১/৮৮/৩৩৯- শিক্ষা নং পত্র মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকার মহা পরিচালককে উক্ত বিধান অনুযায়ী উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল অফিসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয় এবং তা ৭-৪-৮৮ তারিখের ৮২২০/১৫০০জি, এ, পত্রানুযায়ী তার অধীনস্থ সব অফিসে মেনে চলার জন্য পাঠানো হয়।

বিগত ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে প্রায় বার-তের জন শিক্ষা বিভাগের দক্ষ ও প্রবীণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পেনসন-সংক্রান্ত কাগজাদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই মন্তব্য দিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরে দু'দু'বার ফেরত দেয়া হয়েছে যে, 'পেনসনপ্রাপ্তির জন্য কোয়ালিফাইং সার্ভিসের সাথে এল, পি, আর, যোগ করার কোন অবকাশ নাই; সুতরাং সংশোধিত পেনসন পেপার দাখিল করা হোক।'

প্রশ্ন হচ্ছে যে, রাষ্টপতি দ্বারা সহিকৃত কোন এ্যাক্ট-এর অপ-ব্যাখ্যা দ্বারা কোন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা যদি সেই মন্ত্রণালয়াধীন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জীবনে অবর্ণনীয় ও দুর্বিষহ দুঃখ ও আর্থিক কষ্ট সৃষ্টি করেন তবে কি তার কোন বিচার নেই? সরকারী কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তার সর্বশেষ বিধি যদি না জানা থাকে তবে সেই কর্মকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় কেন? এ ব্যাপারে আমি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পেনসন সঠিক বিধি মোতাবেক মঞ্জুর হয়ে অদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হয়।

জৈনক ভুক্তভোগী।